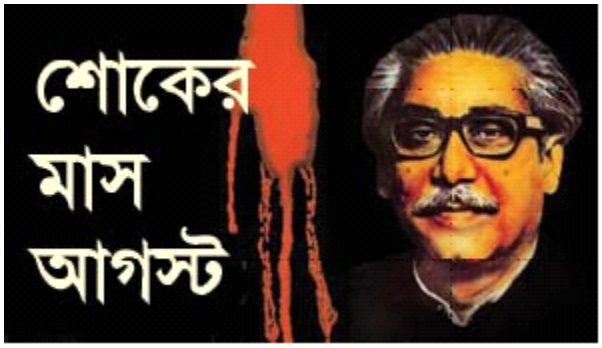

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক

সদেরা সুজন

যেখানে সোনালী ধানের ক্ষেত আছে, সবুজ বনানী আছে, সরিষার হলুদিয়া ফুল আছে, কোকিলের সুমধুর ডাক আছে, বহমান নদীর স্রোত আছে, যুবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে সাহসী শ্লোগান আছে, অবুজ শিশুর মুখে হাসি আছে, মায়ের চোখে জল আছে, অমাবশ্যার পরে চাঁদনী রাত আছে, স্বাধীন ভৌগলিক মানচিত্র আছে, সবুজের মধ্যে সুর্য খচিত পতাকা আছে, একটি নিজস্ব জাতি আছে, একটি জাতীয়তাবাদ আছে, একটি রক্তাক্ত ভাষা আছে, সেখানে একটি স্বর্ণালী ইতিহাসও আছে। সেই ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জল সম্রাটের নামও আছে। যে নামটি মিশে আছে এসব পংক্তিতে সেটা হলো বাংলার মুকুট বিহীন সম্রাট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আবারো ফিরে এসেছে জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫। যে তারিখে রাতের আঁধার ভেঙ্গে পাঁজরের হাড় কাঁপিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানের দোসর, নরপিশাচরা হত্যা করেছিলো স্বাধীন সার্বভৌমত্ব গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হাজার বছরের সুর্য সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করলো হাজার বছরের বাংলা ও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অস্তিত্ব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে। যে ব্যক্তিকে ঘিরে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী একদিন স্বপ্ন দেখেছিলো মুক্তির, স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং একটি সুন্দর দেশ গড়ার। সে স্বপ্ন বাস্পবায়িত হয়েছিলো স্বাভাবিক পথে নয়, ত্রিশ লক্ষ শহীদ দুলক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম খুব কমই ঘটনা আছে যে একজন ব্যক্তিকে ঘিরে কোটি কোটি মানুষ আন্দোলিত হবার ঘটনা।

তাইতো খ্যাতিমান ফরাসী দার্শনিক আর্দেমার্লোর বলেছিলেন 'মুজিবকে শুধুমাত্র একজন রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে ভাবা যায় না, তাঁকে দেখা যায় বাংলার প্রকৃতি আকাশ বাতাশ পাহাড় পর্বত বৃক্ষরাজি শস্যক্ষেত্র প্রভৃতির মাঝে'। আর ভারতের বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'এত বিশাল হৃদয়ের বাঙ্গালী তার জীবনে আর আসেনি এবং আসবেও না, তাকেই তোমরা শেষ করে দিলে', আর উপমহাদেশের খ্যাতিমান লেখক ও কবি প্রয়াত অন্নদা শংকর রায় হৃদয় আপ্লোত করা একটি কবিতা লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে 'যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা যমুনা-গৌরী বহমান/ ততদিন রবে কৃতি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান/ দিকে দিকে আজ অশ্রু গঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান/ নাহি নাহি ভয়, জয় জয় মুজিবুর রহমান।' এছাড়া পৃথিবীর একমাত্র রাস্ট্রনায়ক এবং একটি দেশের স্থপতিকে নিয়ে এত হাজার হাজার কবিতা প্রবন্ধ আর গল্প লেখা হয়েছে যা আর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা হয়নি আর তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বলতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কত বড় নেতা ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। ১৫ই আগষ্ট ৭৫ থেকে ১৫ই আগষ্ট, ২০০৪। দীর্ঘ ২৯ বছর। কিন্তু আজো মুজিব হত্যার বিচার হলো না। বিচার হলো না বঙ্গ জননী ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং ১০ বছরের অবুঝ শিশু সন্তান শেখ রাসেল হত্যার। বিচার হলো না তাঁদের যাঁদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়েছিলো, সেই সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল হত্যার। বিচার হলোনা বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জামিল, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তার অন্তঃস্বত্তা স্ত্রী আরজুমনি, কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী, শিশুপুত্র আরিফ, সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ্য সন্তান চার বছরের সুকাণত, তার ভ্রাতুষস্পুত্র সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও নান্টু সহ বহু আত্মীয় স্বজন এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার হত্যার।

'কত বিচিত্র এ দেশ, কত বিচিত্র এ দেশের মানুষ, সেলুকাস! আজো মুজিব হত্যার বিচার হয়নি, জানিনা এসব হত্যার বিচার কবে হবে এ বাংলার মাটিতে। সে সব হত্যার খুনী ডালিম ফারুক চক্র এখনও বহাল তবিয়তে আছে। খুনীদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রে বদলে গেছে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস। যে মুজিব না হলে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ হতো না, যে মুজিবের ত্যাগ আর দৃঢ় প্রত্যয় আর সংগ্রাম না করলে হয়তো আজো আমরা পাকি হিসেবে পরিচয় দিতে হতো। সেই স্বাধীনতার স্রষ্টা-পুরুষ স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতিকে নিয়ে চলছে নিলজ্জ মিথ্যাচার আর প্রতি নায়ক হয়েছেন নায়ক, মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার জয় বাংলা শ্লোগান হয়েছে নিষিদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের মধ্যে হয়েছে বহুধাবিভক্ত, মৌলবাদীরা চেয়ে গেছে তাবৎ দেশ, শুধু দলের নাম ভিন্ন কিন্তু আদর্শ আর লক্ষ্য অভিন্ন। স্বাধীনতার ইতিহাস নিলজ্জভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

৭৫এ জন্ম নেয়া শিশুটি আজ যুবা, সে যুবা জানেনা তার প্রকৃত ইতিহাস, সে হয়তো জানেনা সাহসী মুজিবের কথা, সে জানেনা মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবাদর্শের কথা, কারণ পদে পদে সে যুবা বিভ্রান্ত হয়েছে ধর্মব্যবসায়ী আর স্বৈরাচারী গদিয়ানদের মিষ্টি মিষ্টি বুলিতে। সে যুবা হযতো জানেনা বঙ্গবন্ধুর সেই বিপ্লবী চেতনায় বাংলার মাটির মুক্তির অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনার পথ উন্মোচনের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, প্রগতির অন্তঃকলহে স্বাধীনতার শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর মহান হৃদয়ের সুযোগ সাধারণ ক্ষমার অজুহাতে পার পেয়ে ঘাতকের শাণিত ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটছে গণ মানুষের ভিত।

যে নেতাকে আটকে রাখতে পারেনি আইযুবের কামান, আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা, যে নেতা ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা' ৭ই মার্চ রেসকোর্সের লাখো মানুষের সামনে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' সেই মহান নেতা জনকের নাম তার রেখে যাওয়া গণমাধ্যম রেডিও টেলিভিশনে আবারো এখন একটি নিষিদ্ধ উচচারণ। ১৯৯৬ এ জনগণের মেন্ডেট নিয়ে বঙ্গবন্ধুর তণয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা অওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে পৃথিবীর জঘন্যতম কাল আইন ইনডেমনিটি বাতিল করে জনক হত্যার বিচার কার্য শুরু করলেও আজোবধি বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৭৫-এ কালো আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার থেকে অব্যাহতি দেযা হযেছে ঠিক, কিন্তু জনতার হৃদয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা হত্যাকারী হিসাবেই চিহ্নিত থাকবে চিরকাল। আর এ জগন্যতম হত্যাকান্ডের কোন ক্ষমা নেই। বিচার হবেই। যত দেরীই হোক না কেন, কারণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সাধারণ মানুষের নীরব চোখের জল বৃথা যেতে পারে না।

সুতরাং বলবো, আমরা ধৈর্য্য হারাইনি, কারণ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা। আর বঙ্গবন্ধু সেই মুজিব স্বাধীনতার অবিচেছদ্য নায়ক। তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকী জতীয় শোক দিবসে তাবৎ বিশ্বে সববাসকারী বংলা ভাষাভাষী মানুষ জাতিরজনক হত্যার বিচার চায়। আজ এই প্রবাসের মাটিতে থেকে অমরা বিচার চাইবো ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধুসহ নিহত সকলের। আজ মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে শক্তিশালী আমাদের মাঝে। তাই আমি বলবো মুজিবের মৃত্যু নেই। মুজিবাদর্শের মৃত্যুনেই। হতে পারে না। তাই আমরা যেখানে যে দেশে যে ভাবেই থাকিনা কেন আমাদের পরিচয় এই বলে দিতে চাই, কবির ভাষায় - ' আমাদের নাম এই বলে হোক খ্যাত হোক, আমরা মুজিবেরই লোক'।

সদেরা সুজন / ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী
মন্ট্রিয়ল/ ৯.৮.২০০৪